দৈনিক ইনকিলাব

116

তারিখ 27 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় অসদুপায়

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশী উন্নত। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতির উচ্চ আসন লাভ করতে পারে না। একথাগুলো আজ আর আমাদের কারো অজানা নয়। কিন্তু তবুও আমরা আজ প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। 'আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছেন, "কেবল পাস করিলেই বিদ্যার্জন হয় না, জ্ঞানার্জনই প্রকৃত বিদ্যার্জন।" এই জ্ঞানার্জনের প্রকৃত বিদ্যার্জনের কথা না হয় বাদই দিলাম। শুধু পাস করাই যদি বর্তমানে আমাদের দেশে বিদ্যার্জন হয়ে থাকে সেটাও মেনে নেওয়া যায়, যদি এই পাস করার পেছনে অসাধু উপায় অবলম্বন না করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সিরাজগঞ্জ শহরের তিনটি কেন্দ্রে যথাক্রমে সালেহা স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও বিএল স্কুল কেন্দ্রের স্বচক্ষে দেখা দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। বাংলা প্রথমপত্র থেকে শুরু করে ইংরেজী দ্বিতীয় ও সাধারণ গণিত পরীক্ষাগুলো যে কিভাবে হয়েছে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। সালেহা স্কুল কেন্দ্রে দেয়াল ও তারকাঁটার বেড়া টপকিয়ে নীচতলায় এবং পাইপ বেয়ে দোতলার সানসেডে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে নকল দেওয়া হয়েছে। যাদের সে ক্ষমতা নেই তারা বড় লম্বা আকারের বাঁশ দিয়ে দোতলার জানালার সামনে ধরলে, পরীক্ষার্থীনীরা হাত বাড়িয়ে তা সহজেই নিচ্ছে। বাইরে এবং ভেতরের কর্তব্যরত পুলিশ হতবাক হয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করছে মাত্র। বিএল স্কুল কেন্দ্রে দোতলায় নকল সরবরাহের আরো একটি অভিনব পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেছে। পরীক্ষার্থী সূতার সাহায্যে পলিথিনের ব্যাগ উপর থেকে নামিয়ে দিলে নকল সরবরাহকারীরা প্রয়োজনীয় নকলগুলো সেই পলিথিনের ভেতর দিয়ে দেয়। সূতোর সাহায্যে তৈরী এই 'লিফট' সহজেই যথাস্থানে পৌছে যায়। সিরাজগঞ্জের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এ দৃশ্য খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে। সাধারণ গণিত পরীক্ষার দিন ভিক্টোরিয়া স্কুল কেন্দ্রে আরো বিস্ময়কর পন্থা অবলোকন করি। পাঁচ মিনিটে প্রশ্নপত্র বেরিয়ে আসে এবং সেটা ফটো কপি হয়ে টাকার বিনিময়ে শহরে ছড়িয়ে পড়ে সকলের হাতে। শুধু তা-ই নয় এর উত্তরপত্রগুলোরও ফটো কপি বিক্রি হতে দেখা যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষকসহ অভিভাবকদের দেখা যায় এহেন 'সনাম' (?) অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে। সময় যত ঘনিয়ে আসে নকল সরবরাহকারীরাও ততো ব্যস্ত হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের কাছে তা পৌছে দিতে। এক সময় দেখা যায় সবাই হলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। রিজার্ভ পুলিশ এসে বড়দের ঢোকার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তখন শুরু হয় ভিন্ন আর এক পদ্ধতি। স্কুলগামী ৬ থেকে ৯ বছরের বালক-বালিকাদের দ্বারা রুমে রুমে নকল সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নকল ধরতে সাহস পান না। সাংবাদিকরা হন হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু প্রশাসনের দুর্বলতা কোথায়? অবিলম্বে এর প্রতিকার না হলে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তথা জাতি এক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

—মিসেস সুরাইয়া শামীম রোজী।